পোলিশ ক্লাবে পূজায় একদিন

আয়নায় নিজের মূখ প্রতিদিন -

নাজমুল আহসান শেখ

সবেমাত্র লাকেম্বা'য় ডাঃ অরূপ রতনের গান জমে উঠতে শুরু করেছে। এমন সময় চুন্নু ভাইয়ের ফোন! ভূলেই গিয়েছিলাম যে আজকে পোলিশ ক্লাবে দুর্গাপূজা! সংগী ছোট ভাই রানা'কে বললাম, চল ঘুরে আসি। অস্ট্রেলিয়ার পুজা দেখে আসি।

পোলিশ ক্লাবে গিয়ে দেখি প্রানের মেলা, এত সুন্দর অনুষ্ঠান, না আসলে খুউব মিস করতাম। ঢাকায় থাকতে বুয়েটের পেছনে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে প্রতি বছর যেতাম রাত করে পূজা দেখতে। একবার আমরা অনেক বন্ধু মিলে শীতের রাতে গিয়েছিলাম ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। আমার রক্তজবার মত টকটকে লাল রঙের একটা তাসখন্দের শাল ছিল। আমার এক ভাই আমাকে শালটা উপহার দিয়েছিলেন। আমি শীতের রাতে সেই লাল শাল্'টা গায়ে দিয়ে, অনেক বন্ধু নিয়ে গিয়েছিলাম ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এত রাতে, হটাৎ এত অপরিচিত মানুষ দেখে মনে হয় মন্দিরের লোকজন প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিল! মনে হয় আমাদের দেখে প্রথমে 'ট্রাবল মেইকার' মনে করেছিল।

আমাদের সিদ্ধেশরী'তে বাসার কাছেই আছে কালিমন্দির। ৯৪ থেকে ৯৬ প্রতি বছর সেখানেও যেতাম। নতুন ঢাকা'র পূজা কখনোই সিডনীর মতো এত প্রানবন্ত মনে হয় নাই আমার কাছে। আর্থনৈতিক কারনের সাথে সাথে অন্য কোন সামাজিক কারন কি আছে এর পেছনে!

তার পরদিন ফোনে দেশে কথা হচ্ছিল এক বন্ধুর সাথে। বন্ধুটা ভাল, বন্ধু হিসাবে খুবই ভাল, 'আমার জন্য'। কিন্তু কোথায় যেন একটা 'ইয়ে' আছে। পুজার কথা শুনে বলে, জানিস, ঢাকায় এবার হাজার হাজার পূজা মন্ডপ হয়েছে! আমি বললাম, "তো। অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায়, ইংল্যান্ড বা হল্যান্ড'এ আমরা প্রথম জেনারেশান ইমিগ্রান্ট'রা মসজিদ বানাচ্ছি। আর আমাদের দেশে'র হিন্দুরা, নিজের দেশে কলাবাগানে বা উত্তরা'য় পুজা মন্ডপ তৈরী করতে পারে না!" বন্ধু বলল, "আরে বুঝস না আওয়ামী লিগ ক্ষমতায়"

"আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করে আসছে, সবাই একত্রে ঈদ আর পুজা উপভোগ করেছে। ব্রিটিশ'দের 'ডিভাইড এন্ড রুল' এর মধ্য দিয়ে বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন আমাদের দেশের কোন কোন গোষ্ঠী তাতে নিয়মিত ইন্ধন যোগাচ্ছে। আর বন্ধু তুই নিজের অজান্তে তাতে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছিস।"

আমার এই বন্ধুর মতো অনেকের অন্ধ-ভারত বিরোধিতাই কি এই বিদ্বেষী মনোভাবের পেছনের কারন? হয়তো বা তাই! কারন, আমাদের বড় প্রতিবেশী ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমিও ভারতের অনেক নীতি বিরোধী, তবে অন্য কারনে। কারন, ভারত আমাদের ফারাক্কার পানি দেয় না, ছিট মহলে যেতে দেয় না ঠিকমত। এমনকি পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র নেপালেও ট্রানজিট দেয় না। আমার অনেক ভারতীয় ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, যারা আমার মতই ভারতের এইসব নীতির বিরোধী।

আচ্ছা বন্ধু, ধরা যাক, ভারতে মুসলমান'রা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো, তবে কি ভারত ফারাক্কার পানি ঠিকমত দিত, ছিট মহলে যেতে দিত - সকাল বিকাল দুই বেলা, আর নেপালে ট্রানজিট দিত!! আমার তা মনে হয় না বন্ধু। পাকিস্তানের চেয়ে জনসংখ্যা ও আয়োতনে অনেক গুন বড়, "কাল্পনিক মুসলিম রাষ্ট্র ভারত", ৭১ এর পাকিস্তানের চেয়ে যে অনেকগুন বেশী খারাপ হতো, তা ইতিহাসের শিক্ষা এবং উপরের উদাহরন থেকেই বলা যায়। "কাল্পনিক মুসলিম রাষ্ট্র ভারত", মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে বাংলাদেশ'কে কোন ছাড় দিত না, যেমন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারত ছাড় দেয় না, হিন্দুরাষ্ট্র নেপালকে।

তবে আমার দুঃখটা এইখানে, যে আমার বন্ধু অশিক্ষিত নয়। আসলে আমার বন্ধু একা না। আমরা প্রায় সবাই, বিশেষ করে শিক্ষিত'রাই, বেশী ডাবল স্টান্ডার্ড মেইনটেইন করি। নিউইয়র্কে গ্রাউন্ড জিরো'র কাছে বা সিডনির ক্যামডেনে যখন মসজিদ তৈরী'র ব্যাপারে বাধা আসে, তখন আমরা বলি, এরা 'রেইসিষ্ট' অথচ আমরা দেশে অস্থায়ী পূজামন্ডপ দেখলে অস্বস্থি বোধ করি!   কেন? এটা কি ডাবল স্টান্ডার্ড না?

যখন কোন অস্ট্রেলিয়ান বা পশ্চিমা বন্ধু'র সাথে এই প্রসংগে কথা হয়, তখন গর্ব করে বলি, "আমাদের দেশেই সব সংখ্যালঘু ধর্মীয় উৎসবে সরকারি ছুটি দেওয়া হয়, এমনকি যদিও তাদের কারো কারো সংখ্যা ১% এর চেয়েও কম। রাষ্ট্রীয় টি ভি শুরু হয়, পবিত্র কোরান, গীতা, বাইবেল আর ত্রিপিঠক পাঠের মধ্য দিয়ে।" তারপর আমার বন্ধুকে বলি, "মুখ বন্ধ কর মাইট, না হলে মাছি ঢুকে যাবে"।

বুয়েটে বা নটরডেম'এ আমাদের বন্ধু ছিল, মাধব, হরেন, এন্থনী আর ভিনসেন্ট। আমরাতো বন্ধু বানানোর সময় কোনদিন জিজ্ঞেস করি নাই, কার কি ধর্ম। কলেজে তাপসের সাথে বন্ধুত্বের এক বছর পর যখন জানতে পারলাম যে ওর আসল নাম মনোয়ার! কই, তার ফলে মনোয়ার তো তাপসের চেয়ে আমার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় নাই? চুন্নু ভাই'কে তো অনেক বছর ধরে চিনি, মাত্র ৭ দিন আগে জানলাম সে হিন্দু ধ্রমালম্বী। কারন, তার ধর্ম পরিচয় জানার কোন প্রয়োজন, কোনদিনই আমি বোধ করি নাই।

কথা প্রসংগে বন্ধু মাধব'কে একদিন বলেছিলাম, আমাদের দেশে প্রশাসন যে শুধু সংখ্যালঘু'র সাথে খারাপ আচরন করে, তা নয়। যারা অসহায়, যাদের মামা চাচা নেই, তাদের সবার সাথেই খারাপ আচরন করে। ঢাকা'য় ল্যান্ড করার পর তা বুঝতে বেশি দেরি হয় না, এয়ারপোর্টের কাস্টমস কি মধ্যপ্রাচ্য এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা যাত্রীদের একই চোখে দেখে?

শীর্ষ সন্ত্রাসী'রা কি শুধুমাত্র সংখ্যালঘু'র কাছেই চাঁদা দাবী করে! কয়েক বছর আগে সন্ত্রাসীরা কি চাঁদার জন্য আমার আত্মীয়, মিরপুরের প্রিন্স বেকারী ও গ্রুপ'এর মালিক শহীদুল্লাহ ভাই'কে জুম্মার নামাজ পরে ঘরে ফেরার সময়, তার ছেলের সামনে গুলি করে হত্যা করে নাই? না কি মুসলমান বলে ছাড় দিয়েছিল?

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে সবচেয়ে নিরপেক্ষ আমাদের দেশের পুলিশ! তারা বরিশাল'এর লঞ্চ'এ তাদের হেফাজতে থাকা সংখ্যালঘু মহিলাকে যেমন রেইপ করে, তেমনি রেইপ করেছিল দিনাজপুরের ইয়াসমীন'কে। ইয়াসমীন এর ধর্ষনকারী পুলিশ'দের মধ্যে একজন হিন্দু পুলিশও ছিল। কয়েক বছর আগে আমাদের দেশের পুলিশ, গুলশান থানায় রাতের বেলায় এক পশ্চিমা মহিলা জিডি করতে

আসলে, খৃষ্টান বলে তাকে অন্য চোখে দেখে নাই। তাকেও থানার মধ্যেই লাঞ্ছিত করা হয়। আমাদের দেশের পুলিশের চোখে সবাই সমান। জাতি ধর্ম, বর্ন নির্বিশেষে সবাই'কে তারা সমান চোখে দেখে।

আমরা দেখতে পাই, নিজের স্বার্থের বেলায় হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সবাই সমান। তাই তো দেখি মারে ডার্লিং নদী'র পানি নিয়ে অস্ট্রালিয়ার বিভিন্ন স্টেইট এর মধ্যে কি রকম রেশারেশি চলছে। প্রথম আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, রুয়ান্ডার জঘন্য হত্যাকান্ড'তো খ্রিস্টানদের মধ্যেই হয়েছিল। দক্ষিন চীন সাগরে 'স্পার্টলি আইল্যান্ড' নিয়ে চীন, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান মালায়েশীয়া আর ফিলিপাইনের মধ্যের বিবাদের কথা, নতুন করে বলার কিছু নাই।

মানুষ কেমন, ভাল না খারাপ, সে কি ন্যায় না অন্যায়ের পক্ষে? সেটাই বড় কথা। ১৯৭১ সালে এই নির্মম সত্য আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই। ২৬ মার্চ ফজরের আযান দেওয়ার সময় নিউ এলিফেন্ট রোডের গুলবাগ মসজিদে ঢুকে পাকিস্তান আর্মীর মুসলমান (!) সৈন্যরা হত্যা করে আমার পরিচিত মসজিদের ইমাম ও মূয়াজ্জীন'কে। ঢাকা থেকে চাঁদপুর পালিয়ে গিয়ে মুসলমান ডাকাতের হাতেই নিহত হন চিত্রশিল্পী হাশেম খানের বড় ভাই ডাঃ সোলায়মান খান, আমার থেকে মাত্র ১০ গজ দুরত্বে।

মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব আলমের অমর গ্রন্থ, 'গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে' আমরা দেখতে পাই, দিনাজপুরের আমরখানা'য় (না)পাক বাহিনীর বাংকার থেকে, (না)পাক বাহিনীর দ্বারা ধর্ষিতা নগ্ন মুসলমান মেয়েদের উদ্ধারের পর, মুসলমান মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য শিখ সৈন্যরা মাথার পাগড়ি খুলে কাপর হিসাবে ছুড়ে দিয়েছে।

আমরাতো আমাদের পরিচিত হিন্দু বন্ধুদের সাথে ব্যাক্তিগতভাবে অন্যরকম আচরন করি না! তাই ভারত বিরোধিতা'র নামে আমাদের দেশের হিন্দুদের সাথে কেন আমরা সমষ্টিগতভাবে অন্যরকম আচরন করব? বিশেষ করে, আমরা যারা বিদেশে থাকি তারা দেখেছি ৯/১১র পরে কয়েকজন মুসলমান এর কথিত কর্মকান্ডের জন্য যখন আমাদের সব মুসলমান'কে সন্দেহের চোখে দেখা হয়, তখন আমাদের কত খারাপ লাগে। রেডিও'র এলান জোন্স বা ফক্স টি ভি'র ও রাইলী'র সাথে আমি দেলোয়াড় হোসেন সাঈদী'র কি অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। এর পরেও কি আমাদের বোধদয় হবে না!

২৩ অক্টোবর, ২০১০, সিডনী, Victory1971@gmail.com